প্রথম আলো

তারিখ 31 AUG 2009
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের ২১ জনকে তিরস্কার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে সংঘর্ষ, শিক্ষকের সঙ্গে অশোভন আচরণ এবং বহিরাগতদের ওপর হামলার অভিযোগে গত দুই দিনে সংগঠনের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ২১ নেতা-কর্মীকে তিরস্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়েছে। একই ঘটনায় গত মঙ্গলবার সংগঠনটির ১২ নেতা-কর্মীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, গত ৫ মে ছাত্রলীগের কয়েকটি পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর হামলা চালান। এ ঘটনায় ১২ জন আহত হন। পরে এ ঘটনার মীমাংসার জন্য শিক্ষকেরা এগিয়ে আসেন। এ সময় সংগঠনটির কিছু উচ্ছৃঙ্খল কর্মী একজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেন। এ ছাড়া গত ২৫ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে কেওয়াটখালী এলাকার দুই বাসিন্দাকে কুপিয়ে জখম করেন ছাত্রলীগের কর্মীরা। গুরুতর আহত ওই দুই ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সংগঠনটির ২১ নেতা-কর্মীকে তিরস্কার করে চিঠি দেয়। তাঁরা হলেন সোহেল, জয়, রানা, বাশার, রয়েল, টিটু, কাজল, আরিফ, পলাশ, ছোট রাজু, রুবেল, ওহাব, রবিউল, সানি, আনোয়ার পারভেজ, নূর হোসেন, আবু রায়হান, রায়হান, আসাদুল্লাহ, তন্ময় ও বাপ্পী।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোহাম্মদ শামছুদ্দিন বলেন, গত ৫ মে ও ২৫ জুনের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে গত শনিবার ও গতকাল রোববার ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং তিরস্কারপত্র দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

প্রক্টর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী কারণ দর্শানোর নোটিশ পাওয়া ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিরস্কারপত্র পাওয়া ছাত্রদের কেউ ভবিষ্যতে আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থী কোনো কাজে অংশ নিলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।